দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30 AUG 199... পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বই আত্মসাৎ ঃ দুই শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

॥ সাখাওয়াত হোসেন ॥

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের লাখ লাখ টাকার বই আত্মসাতের অভিযোগে রাজবাড়ি জেলার দু'জন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামালা দায়ের করা হয়েছে।

প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ওই কর্মকর্তারা ১৯৯১–৯২ ও '৯৪ শিক্ষাবছরে একটি ভুয়া সংস্থার নামে বরাদ্দ দেখিয়ে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকার বই আত্মসাৎ করেন।

মামলায় এজাহারভুক্ত আসামিরা হচ্ছেন রাজবাড়ি জেলার প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দবির উদ্দিন, প্রাক্তন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আবুল হাসেম শেখ, ও ক্লাক-কার্ম-টাইপিষ্ট মোঃ আবদুল মান্নাফ ভুঁইয়া।

দুর্নীতি দমন অফিসার মোহাম্মদ জহিরুল হুদা বাদি হয়ে রাজবাড়ি থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।

১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষে রাজবাড়ি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া ৬১ হাজার কপি বই উদ্বৃত্ত থাকে। প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দবির উদ্দিন ও ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট আবদুল মান্নাফ ভুঁইয়া প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় মক্তব শিক্ষা পরিষদের' নামে একটি ভুয়া সংস্থাকে জাল বরাদ্দপত্রে তিনটি চালানের মাধ্যমে বইগুলো আত্মসাৎ করেন। চালানগুলো হলো '৯৪ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ২য় ও ৫ম শ্রেণীর ১৭ হাজার ৭শ' কপি, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩৮ হাজার ৮শ' কপি এবং ৩য় শ্রেণীর ৭ হাজার ৫শ' কপি বই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মূল্য তালিকা অনুযায়ী আত্মসাৎকৃত বইগুলোর মূল্য ২ লাখ ৭ হাজার ৮শ' ৪৫ টাকা।

এজাহারে বলা হয়েছে যে, ১৯৯১–৯২ শিক্ষাবর্ষে রাজবাড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি ৩৪ হাজার ২শ' কপি বই উদ্বৃত্ত থাকে। প্রাক্তন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবুল হাসেম শেখ ও ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট আবদুল মান্নাফ ভুঁইয়া প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় মক্তব শিক্ষা পরিষদ নামীয় একটি ভুয়া সংস্থার অনুকূলে বিনামূল্যে বিতরণ দেখিয়ে আত্মসাৎ করে। বরাদ্দপত্রে আসামিরা ওই ভুয়া সংস্থার প্রতিনিধি শাহ আলমের কাছে ১ম শ্রেণীর বাংলা ৭ হাজার কপি, গণিত ৭ হাজার কপি ও ইংরেজি ৭ হাজার কপিসহ ২১ হাজার কপি বই হস্তান্তর করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তালিকা অনুযায়ী বইগুলোর মূল্য ৯৪ হাজার ৫শ' টাকা। অনুরূপভাবে '৯২ সালের এপ্রিল মাসে আবুল হাসেম শেখ ও আবদুল মান্নাফ ভুঁইয়া ওই ভুয়া সংস্থার ভুয়া প্রতিনিধি দুলাল মিয়ার কাছে হস্তান্তর দেখিয়ে ১৩ হাজার ২শ' কপি বই আত্মসাৎ করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মূল্য তালিকা অনুযায়ী বইগুলোর দাম ৪৮ হাজার ১শ' ৮০ টাকা।

এজাহারে বলা হয়েছে, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট আবদুল মান্নাফ ভুঁইয়া বই গ্রহণকারী শাহ আলম ও দুলাল মিয়ার সঠিক নাম-ঠিকানা নথিতে সংরক্ষণ করেনি। ফলে তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এছাড়া ওই ভুয়া সংস্থার চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মোঃ ইউনুস দেওয়ান এমপি কোন সংস্থার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। জালিয়াতির মাধ্যমে তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। বরাদ্দপত্রে সইকারী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক্তন সহকারী পরিচালক আবদুস সোবহান দাবি করেন যে, তিনি উক্ত বরাদ্দপত্রে কোন সই করেননি।